দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 05 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ কলাম ... ১ ...

মোরেলগঞ্জে শিক্ষকের হাতে সহকারী শিক্ষা অফিসার লাঞ্ছিত

■ মোরেলগঞ্জ (বাগেরহাট) সংবাদদাতা

মঙ্গলবার উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার মামুন অর রশিদকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিদ্যালয় আগমনে অনিয়ম ও অসহযোগিতার প্রতিবাদ করায় প্রধান এক শিক্ষক তাকে লাঞ্ছিত করে।

অভিযোগে জানা গেছে, উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার সকাল সোয়া ৯টায় পরীক্ষা পরিদর্শনে উপজেলার পাঠমারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যান। এসময় বিদ্যালয়ের অফিসসহ সকল ক্লাস রুম তালাবদ্ধ পান। তিনি তখন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে শিক্ষক অনুপস্থিতির বিষয় জানতে চাইলে তারা আসেনি বলে জানায়। এসময় ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের কাছে রক্ষিত চাবি দিয়ে অফিস কক্ষ খুলে দেন। সহকারী শিক্ষা অফিসার মামুন অর রশিদ সকাল ১০টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরও প্রধান শিক্ষকসহ অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা তখনও আসেনি। এরমধ্যে প্রধান শিক্ষক তার আসার খবর জানতে পেরে তড়িঘড়ি করে সোয়া ১০টায় ও অন্য শিক্ষকরা সাড়ে ১০টার পরে উপস্থিত হন। নেহালখালী ক্লাষ্টারের দায়িত্বে নিয়োজিত উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার মামুন অর রশিদ উপস্থিতির খাতায় প্রধান শিক্ষক ওমর ফারুককে লেট প্রেজেন্ট ও অপর সহকারী শিক্ষিকা রুমা আক্তার, নুপুর আক্তার এবং মোস্তফা কামালকে অনুপস্থিত লেখেন। এতে প্রধান শিক্ষক ওমর ফারুক ক্ষিপ্ত হয়ে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন এবং তার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে বিদ্যালয় থেকে বের করে দেয়।

এ ব্যাপারে উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার মামুন অর রশিদ জানান, ওই প্রধান শিক্ষক সরকারি চাকরি বিধান লঙ্ঘন করেছে। তার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ ও লাঞ্ছিত করার ঘটনাটি তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে প্রবহিত করবেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ মাসুম বিললাহ্ জানান, অভিযোগ অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রধান শিক্ষক ওমর ফারুক তার বিরুদ্ধে আনীত বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।